দৈনিক
ইনকিলাব

8 FEB 2003

পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলোয় বিদেশী ছাত্রদের সংখ্যা অর্ধেক হ্রাস

রয়টার্স : প্রায় ১২ জন মালয়েশীয়, থাই ও আফ্রিকান ছাত্র পাকিস্তানের সুপরিচিত মাদ্রাসায় মেঝেতে তোষকের ওপর ঘুমায়। এ মাদ্রাসা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মার্কিন-নেতৃত্বাধীন লড়াইয়ের তীব্র বিরোধিতা করছে। জীর্ণশীর্ণ ও ক্ষুদ্র কক্ষটিতে রয়েছে ছাত্রদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, জায়নামাজ ও ইসলামী বই-পুস্তক। মোজাম্বিকের আবু বকর আব্দুল্লাহ বলেছেন, এখানে জীবন খুব কঠিন। তিনি জানান, তার দেশে ভাল ইসলামী বইয়ের বড্ড অভাব। একই কক্ষে বসবাস এবং মেঝেতে ঘুমানো হচ্ছে ইসলামের জন্য একটি ক্ষুদ্র কোরবানি। অনেক বিদেশী ছাত্র পাকিস্তানকে ইসলামী শিক্ষার একটি সর্বোত্তম স্থান হিসেবে গণ্য করে। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা শুরু হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলোয় ছাত্র ভর্তিতে কড়াকড়ি আরোপ করে। সাম্প্রতিক মাসগুলোয় বিদেশী ছাত্রদের সংখ্যা অর্ধেক হ্রাস পেয়েছে। পাকিস্তানের বৃহত্তম নগরী করাচীতে ৮৫০-এর বেশী মাদ্রাসা রয়েছে। এসব মাদ্রাসায় প্রায় ১১ হাজারের মত বিদেশী ছাত্র অধ্যয়ন করছে। সিন্ধু পুলিশের এক জরিপে এ-তথ্য দেয়া হয়।

সরকারী কর্মকর্তারা বলেছেন, পাকিস্তানের অপর তিনটি প্রদেশে আকস্মিকভাবে বিদেশী ছাত্রদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। তবে তা সত্ত্বেও এসব প্রদেশে এখনো হাজার হাজার বিদেশী ছাত্র পড়াশোনা করছে। পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলোয় ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নেয়া হয় না। তাদেরকে বিনামূল্যে বই-পুস্তক, কাপড়-চোপড়, খাবার ও থাকার জায়গা দেয়া হয়। করাচীর বানুরি এলাকায় জমিয়ত-উল-উলুম-ই ইসলামিয়ার মত বড় বড় মাদ্রাসাগুলোয় ছাত্ররা প্রতিমাসে ৪'শ থেকে ৭'শ রুপী পর্যন্ত স্টাইপেন্ড পায়। দাতব্য ও অনুদানের মাধ্যমে মাদ্রাসাগুলো অর্থ সংগ্রহ করে। গরীব ছাত্রদের মধ্যে এ অর্থ বিতরণ করা হয়। পাকিস্তান সরকার বিদেশী ছাত্রদের বৈধ ভিসা সংগ্রহ এবং নিজ দেশের দূতাবাস থেকে অনাপত্তি সার্টিফিকেট লাভে কঠোর শর্তাবলী আরোপ করেছে। এজন্য বহু বিদেশী ছাত্ররা পাকিস্তানে তাদের পড়াশুনা বাদ দিয়ে দেশে পাড়ি জমিয়েছে। ৮/১০ বছর কঠোর অধ্যয়নের পর পড়াশোনা শেষ না করে [illegible] দেশে [illegible] আগে তারা চোখের [illegible] পানিতে বুক ভাসিয়েছে।